লুম'আতুল ই'তিক্বদ

ইবনু ক্বুদামাহ আল-মাক্বদাসী

لمعة الاعتقاد

লুম‘আতুল ই‘তিক্বদ

أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي

আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ক্বুদামাহ আল-মাক্বদেসী

অনুবাদ

আব্দুল্লাহ আল মামুন

এম. টি. আই. এস, এম. ফিল (গবেষক)
আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সম্পাদনা

শাইখ প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

مكتبة السنة :الناشر
প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ
www.maktabatussunnah.org

প্রধান অফিস
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

শাখা অফিস
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।
মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০২০ ঈসায়ী।

নির্ধারিত মূল্য: ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা।

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ক্বুদামাহ আল-মাক্বদেসী বলেন:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المحمود بكل لسان في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير

১। সকল প্রশংসা প্রশংসিত আল্লাহর জন্যই, যার প্রশংসা সকল ভাষায় প্রতিটি যুগেই করা হয়ে থাকে। যার ইলম থেকে কোন স্থানই খালি নয়, যাকে কোন একটি বিষয় অন্য বিষয় হতে গাফেল করতে পারে না। যিনি সাদৃশ্য ও সমকক্ষ হতে পবিত্র। যিনি স্ত্রী-সন্তান থেকেও মুক্ত। যার হুকুম সকল বান্দার উপরেই কার্যকর। চিন্তার মাধ্যমে বোধশক্তি যাকে রূপায়িত করতে পারে না। অন্তরসমূহও কল্পনায় যাকে কোন চিত্রায়িত করতে পারে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]

“কোন কিছুই তার অনুরূপ নয়, তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা”[১]।

له الأسماء الحسنى، والصفات العلى

সেই মহান আল্লাহর রয়েছে অসংখ্য সুন্দর নাম ও সুমহান ছিফাতসমূহ (গুণাবলী)।

[১] সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝٥ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا وَمَا تَحۡتَ ٱلثَّرَىٰ ۝٦ وَإِن تَجۡهَرۡ بِٱلۡقَوۡلِ فَإِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخۡفَى ۝٧ ﴾

"রহমান আরশের উপরে উঠেছেন। আসমানসমূহে, জমীনে, এ দু'টির মধ্যস্থানে এবং মাটির নিচে যা আছে সবকিছুই তার মালিকানাধীন। আর আপনি যদি উচ্চস্বরে কথা বলেন তবুও তিনি (মহান আল্লাহ) লুকায়িত ও গোপনীয় সমস্ত ব্যাপারই জানেন"[২]।

أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما

ইলমের দিক থেকে তিনি সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করেছেন। শক্তি ও হুকুমের দিক থেকে সকল মাখলূককে তিনি পরাভূত করেছেন। জ্ঞান ও রহমতকে সকল বস্তুর জন্য পর্যাপ্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلۡمًا ﴾

" তিনি (আল্লাহ) জানেন যা তাদের সামনে রয়েছে, যা তাদের পিছনে রয়েছে অথচ তারা তাকে জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেষ্টন করতে পারবে না"[৩]।

موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم، وعلى لسان نبيه الكريم.

তিনি গুণান্বিত শুধুমাত্র ঐ সমস্ত গুণাবলীতে, যা দ্বারা তিনি তাঁর মহান কিতাবে (আল-কুরআনে) নিজেকে গুণান্বিত করেছেন অথবা তাঁর নাবীর ভাষায় (হাদীছের মাধ্যমে) নিজেকে গুণান্বিত করেছেন।

---

[২] সূরা ত্বহা, আয়াত: ৫-৭।

[৩] সূরা ত্বহা, আয়াত: ১১০।

وجوب الإيمان بكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى من صفات الرحمن وتلقيه بالتسليم والقبول

রহমানের (আল্লাহর) গুণাবলী সমূহ হতে যা কুরআনে এসেছে অথবা নাবী মুসত্বফা ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছ্বহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে তার উপর ঈমান আনা, তাকে স্বীকৃতি দেয়া ও গ্রহণ করার আবশ্যকতা

وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به، وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى

২। রহমানের (আল্লাহর) গুণাবলীসমূহ হতে যা কুরআনে এসেছে অথবা নাবী মুসত্বফা ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছ্বহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে তার উপর ঈমান আনা, তাকে স্বীকৃতি দেয়া ও গ্রহণ করা এবং এগুলোর বিপরীতে রদ্দ (সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা), তা'ওয়ীল (বাহ্যিক অর্থের বিপরীত ব্যাখ্যা গ্রহণ করা), তাশবীহ (অনির্দিষ্টভাবে সাদৃশ্য স্থাপন করা) এবং তামছীল (নির্দিষ্ট কোন বস্তুর অনুরূপ সাদৃশ্য প্রদান করা) ইত্যাদি ত্যাগ করা ওয়াজিব।

আর যে ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেবে, সে ব্যাপারে শাব্দিকভাবে সাব্যস্ত করা আবশ্যক হবে এবং এর (সংশয়পূর্ণ)[৪] অর্থ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আমরা উক্ত বিষয়ের জ্ঞানকে তার বক্তার দিকেই সম্পৃক্ত করব এবং এর দায়িত্ব আমরা বর্ণনাকারীর উপর ছেড়ে দেব; (এটা) গভীর জ্ঞানসম্পন্ন পন্ডিতদের পথ অনুসরণে, যাদের প্রশংসায় আল্লাহ তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে বলেন:

---

[৪] এক্ষত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হচ্ছে, শব্দ ও অর্থকে সাব্যস্ত করা এবং এর ধরণ নির্ণয় না করা। ইবন কুদামাহর এই কথা থেকে অনেকের ধারণা হতে পারে যে, তিনি হয়ত অর্থ করা ছাড়া শুধুমাত্র শব্দকেই সাব্যস্ত করতে বলেছেন, যা মুফাওয়িদ্বাদের আক্বীদা। তবে যে ব্যক্তি ইবন কুদামাহ রহিমাহুল্লাহর কিতাব সমূহ পাঠ করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্টভাবেই দেখতে পাবে যে তিনি তাফওয়ীদ্ব বা মুফাওয়িদ্বাদের আক্বীদাতে বিশ্বাসী ছিলেন না। সুতরাং তার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের অর্থ বুঝতে হলে তার অন্যান্য স্পষ্ট ও বিস্তারিত বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে তা বুঝতে হবে। (ইবন উছায়মিন রহিমাহুল্লাহর ব্যাখ্যা হতে সংক্ষেপিত)- অনুবাদক।

﴿وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾

"আর গভীর জ্ঞানসম্পন্ন পন্ডিতরা বলে আমরা এটার উপর ঈমান এনেছি, (কেননা) এগুলোর প্রতিটি বিষয়ই আমাদের রবের পক্ষ থেকে আগত"[৫]।

وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله

যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত মুতাশাবিহ বিষয় সমূহের তা'ওয়ীল অনুসন্ধান করে, তাদের তিরষ্কার করে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾

"আর যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা মুতাশাবিহ (যার অর্থ অস্পষ্ট) আয়াত সমূহের অনুসরণ করে ফিতনা ও তা'ওয়ীল করার অভিপ্রায়ে অথচ আল্লাহ ব্যতিত কেউই তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত নয়"[৬]।

فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه، بقوله سبحانه

এখানে আল্লাহ তা'আলা তা'ওয়ীল (বাহ্যিক অর্থের বিপরীত ব্যাখ্যা গ্রহণ) অনুসন্ধান করাকে বক্রতার আলামত হিসেবে গণ্য করেছেন, এবং তিরষ্কারের ক্ষেত্রে তাকে ফিতনার অনুসন্ধানের সাথে একত্রিত করেছেন। এরপর তিনি তারা যা আশা করেছে তার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, এবং তাদের আকাংখিত বস্তু থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেছেন একথার মাধ্যমে:

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾

"অথচ আল্লাহ ব্যতিত কেউই তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত নয়।"

---

[৫] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ০৭।

[৬] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ০৭।

كلام الإمام أحمد بن حنبل في الصفات

আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য

قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا» ، أو «إن الله يرى في القيامة» ، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها، ونصدق بها بلا كيف، ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]

৩। ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের “নিশ্চয় আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন”, “নিশ্চয় আল্লাহকে ক্বিয়ামাতে দেখা যাবে” অথবা এ রকম অন্যান্য হাদীছ সমূহের ব্যাপারে বলেন:

আমরা এগুলো বিশ্বাস করি, এগুলোর ধরণ ও (দূরবর্তী) অর্থ নির্ধারণ ছাড়াই সত্য বলে স্বীকার করি, এগুলোর কোনটিকেই আমরা প্রত্যাখ্যান করি না। আমরা জানি যে, যা আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন তা সত্য, আর (এজন্যই) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর থেকে আসার পরে কোনো জিনিসকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি না। আল্লাহ যতটুকু তার নিজেকে গুণান্বিত করেছেন তা সাব্যস্ত করতে গিয়ে সেগুলোর সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করে বাড়তি কিছু আমরা সাব্যস্ত করি না। কেননা আল্লাহ বলেছেন:

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾

“কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়, তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা”[৭]।

ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، وتثبيت القرآن.

এবং আমরা তেমনি বলি যেমন তিনি বলেছেন, আমরা তাঁকে বিশেষায়িত করি যা দ্বারা তিনি নিজেকে বিশেষায়িত করেছেন, তা অতিক্রম করে বাড়তি কিছু বলি না। আর কোনো গুণান্বিতকারী সেটার সঠিক বর্ণনায় পৌঁছাতে পারে না। আমরা সম্পূর্ণ কুরআনের উপরেই ঈমান আনি, তা মুতাশাবিহ ও মুহকাম যাই হোক না কেন। (আমাদের উপর) কোনো দোষারোপের আশঙ্কায় আমরা আল্লাহ থেকে তাঁর কোনো গুণাবলীকে বিলুপ্ত করি না[৮]। আমরা কুরআন ও হাদীছের ভাষ্য অতিক্রম করে কিছু বলি না। আমরা উক্ত গুণাবলীর প্রকৃত ধরণ জানি না, তবে আমরা শুধুমাত্র রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে তা সত্যয়ণ করা ও কুরআনের মাধ্যমে তা সাব্যস্ত করার কারণেই তা বিশ্বাস করি।

---

[৭] সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১।

[৮] আমরা আল্লাহ তা'আলার কোনো বর্ণিত সিফাতকে উল্লেখ করতে পিছপা হই না, যদিও বিরোধিরা বাড়াবাড়ি করে, আমাদেরকে দোষারোপ করে, অপবাদ দেয় যে আমরা মুশাব্বিহা (সাদৃশ্যবাদী), মুমাচ্ছিলাহ (আকৃতি নির্ধারণকারী), হাশাবিয়্যাহ ইত্যাদি। (আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান ইবন জিবরীন)

كلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الصفات

আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস আশ-শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله، على مراد الله، وآمنت برسول الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.

৪। ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস আশ-শাফে'য়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন: আমি আল্লাহর উপরে এবং আল্লাহর কাছ থেকে আসা যাবতীয় বিষয়ের উপরে ঈমান এনেছি আল্লাহর উদ্দিষ্ট অর্থানুসারে, অনুরূপ আমি আল্লাহর রসূলের উপরে এবং আল্লাহর রসূলের কাছ থেকে আসা যাবতীয় বিষয়ের উপরে ঈমান এনেছি আল্লাহর রাসূলের উদ্দিষ্ট অর্থানুসারে।

كلام السلف وأئمة الخلف في الصفات

আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে পূর্ববর্তী সালাফ ও পরবর্তী (খালাফ) ইমামগণের বক্তব্য

وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات، لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله.

৫। পূর্ববর্তী সালাফগণ ও পরবর্তী খালাফদের মধ্য হতে ইমামগণ এ পথই অবলম্বন করেছেন। তারা কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত গুণাবলীর ব্যাপারে কোনো রকম তা'ওয়ীলের সম্মুখীন করা ব্যতিত সেগুলোকে স্বীকৃতি প্রদান করা, (স্বীয় অবস্থানে ব্যাখ্যা ব্যতিত) রেখে দেওয়া ও সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে একমত হয়েছেন।

وقد أُمِرنا بالاقتفاء لآثارهم، والاهتداء بمنارهم وحُذِّرْنا المحدثات وأُخْبِرنا أنها من الضلالات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

৬। আমরা আদিষ্ট হয়েছি তাদের পথ-নিদর্শন অনুসরণ করতে, তাদের আলোস্তম্ভের দ্যুতির মাধ্যমে পথ চলতে এবং আমাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে নতুন কোনো কিছুর অবতারণা করতে। আমাদেরকে আরো জানানো হয়েছে যে, (দীনে) নতুনত্ব হচ্ছে ভ্রষ্টতাসমূহের মধ্যে অন্যতম। যেমন আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

“তোমাদের ওপর কর্তব্য হচ্ছে, আমার সুন্নাহ (আদর্শ) এবং আমার পরে সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ (আদর্শ) অনুসরণ করবে। উক্ত পথকে মাড়ির দাঁত দিয়ে চেপে ধরে রাখবে। আর তোমরা অবশ্যই (দীনে) নতুন কিছু হতে বিরত থাকবে; কেননা নতুন কোনো কিছুর অবতারণা করাই বিদ‘আত, আর প্রতিটি বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা” [৯]।

[৯] ছ্বহীহ: সুনানু আবী দাঊদ, হা/৪৬০৭, সুনানুত তিরমিযী, হা/২৬৭৬, সুনানু ইবনি মাজাহ. হা/৪২ ও ৪৩, সুনানুদ দারিমী, হা/৯৫।

كلام عبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما في الصفات

আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ ও ‘উমার ইবনু আব্দুল ‘আযীয (রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা) এর বক্তব্য

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.

৭। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রদিইয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন: “তোমরা অনুসরণ কর, বিদ‘আত সৃষ্টি করো না; তোমাদের জন্য (দীনকে) যথেষ্ট করে দেয়া হয়েছে।”

وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم: حدث بعدهم، فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر، وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.

৮। ‘উমার ইবন আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহ বলেন: “ক্বওম (সাহাবীগণ) যেখানে অবস্থান নিয়েছেন তোমরাও সেখানে অবস্থান কর; কেননা তারা ইলম (স্পষ্ট জ্ঞান) অনুযায়ীই অবস্থান নিয়েছেন। শক্তিশালী দৃষ্টি থাকার পরেও তারা বিরত থেকেছেন। অবশ্যই তারা সেগুলোর (তা’ওয়ীলের মাধ্যমে) মর্মোদ্ধারে বেশি ক্ষমতাধর ছিলেন। সে কাজে ফযীলত থাকলে (অবশ্যই তারা) তা গ্রহণের বেশি উপযুক্ত ছিলেন। যদি তুমি বল, এটা তো তাদের পরে আবিষ্কৃত হয়েছে, তবে জেনে রেখ, তা তো এমন লোকই আবিষ্কার করেছে, যে তাদের (পূর্ববর্তী সালাফদের) আদর্শের বিপরীতে চলেছে, এবং তাদের মত ও পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা শুধুমাত্র দীনের ঐ বিষয়ই বর্ণনা করেছেন যা প্রয়োজন মিটিয়ে দেয় এবং এতটুকু নিয়েই তারা আলোচনা করেছেন যতটুকু দীনকে যথেষ্ট করে দেয়। সুতরাং যে তাদের থেকে বেশি কিছু করতে চাইবে, সে ক্লান্ত ও অপারগ হয়ে পড়বে। আর যে তাদের থেকে কিছু কমিয়ে দিতে চাইবে, সে (জ্ঞানের দিক থেকে) ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পন্ন। একটি সম্প্রদায় তাদের থেকে (দীনের বিষয়গুলোকে) কমতি করেছে, এতে তারা দীনকে ত্রুটিপূর্ণ করেছে।

অন্য একটি সম্প্রদায় দীনের বিষয়ে তাদেরকে অতিক্রম করেছে, ফলে তারা বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে। আর নিশ্চয় এ দু’য়ের মধ্যবর্তী অবিচল সত্যের পথেই তাদের (সাহাবীগণ ও সালাফদের) ছিল অবস্থান।

كلام الإمام أبو عمرو الأوزاعي في الصفات ورد الأدرمي على رجل تكلم ببدعة

আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে ইমাম আওযা‘ঈ রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য এবং ইমাম আদরুমী কর্তৃক জনৈক বিদ‘আতী ব্যক্তির খণ্ডন

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول.

৯। ইমাম আবূ ‘আমর আল-আওযা‘ঈ বলেন: “তোমার জন্য আবশ্যক যে, তুমি পূর্ববর্তীদের পথ অনুসরণ করবে, যদিও মানুষ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে। মানুষের মতবাদ গ্রহণে তোমার অবশ্যই সতর্ক থাকা উচিত, যদিও তারা চাকচিক্যময় কথা দ্বারা তোমার নিকট তা সুশোভিত করে তোলে।”

وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها، قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول: قد علموها، قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به، ولا يدعوا الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم، قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة – وكان حاضرا –: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم.

১০। মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহমান আল-আদরুমী বিদ‘আতের প্রবক্তা ও বিদ‘আতের দিকে মানুষদেরকে আহবানকারী এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেন: এ সকল বিষয় সম্পর্কে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর, ‘উমার, ‘উসমান ও ‘আলী (রদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুম) জানতেন নাকি জানতেন না? তখন ঐ ব্যক্তি বলল: তারা জানতেন না। তখন আদরুমী বলেন: তাহলে এরা যে জিনিস জানতেন না, তুমি সেটা জেনে গেলে? তখন ঐ লোকটি বলল: আমি বলছি যে তারা এগুলো জানতেন। তখন আদরুমী বলেন: তাহলে একথা নিয়ে আলোচনা না করা ও এর দিকে মানুষকে আহবান না করা কি তাদের জন্য যথেষ্ট হয়নি? তখন লোকটি বলল: হ্যাঁ, তা যথেষ্ট হয়েছে। তখন আদরুমী বলেন: তাহলে যা আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার খলীফাদের জন্য যথেষ্ট হয়েছিল তা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? তখন লোকটি (এ আলোচনা থেকে) কেটে পড়তে বাধ্য হলো। তখন খলীফা[১০] -যিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন- বললেন: তাদের জন্য যথেষ্ট হওয়া বস্তু যার জন্য যথেষ্ট হবে না, আল্লাহ তাকে কখনও যথেষ্ট না করুন।

وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها ولإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه.

১১। অনুরূপভাবে যা আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবীগণ, ইহসানের সাথে তাদেরকে অনুসরণকারী তাবি‘য়ীগণ, তাদের পরে আগত ইমামগণ ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতদের জন্য সিফাত সংক্রান্ত আয়াতসমূহের তেলাওয়াত, বর্ণনাসমূহের পঠন ও সেগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবেই রেখে দেওয়া যার জন্য যথেষ্ট হবে না তার জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো যথেষ্টতা থাকবে না[১১]।

---

[১০] তিনি হচ্ছেন: আব্বাসীয় খলীফা ওয়াছিক্ব বিল্লাহ ইবনে হারুনুর রশিদ।

[১১] এ অধ্যায় পড়ার সময় একটি বিষয় সর্বদা মাথায় রাখতে হবে যে, গ্রন্থকার পুরো অধ্যায়ে যেসব বক্তব্য দিয়েছেন তা কেবল তা’ওয়ীল নামক অপব্যাখ্যা রোধ করার জন্যই এ বক্তব্য দিয়েছেন। সুতরাং কেউ যেন এর দ্বারা তাফওয়ীদ্ব বা ‘অর্থ না করার’ দাবী না করে বসে। কারণ যদি অর্থ না করতেন তাহলে পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আগত কুরআনের আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করে সেগুলোকে আল্লাহর

ذكر بعض الآيات والأحاديث الواردة في الصفات

আল্লাহর গুণাবলী (ছ্বিফাত) সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত ও হাদীছ

فمما جاء من آيات الصفات

১২। আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে যা এসেছে, তার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি আয়াত নিম্নরূপ:

قول الله عز وجل: ﴿وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ﴾

আল্লাহর বাণী: "তোমার রবের চেহারা বাকী থাকবে"[১২]

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُوطَتَانِ﴾

আল্লাহর বাণী: "বরং তাঁর হস্তদ্বয় প্রসারিত"[১৩]

وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: ﴿تَعۡلَمُ مَا فِي نَفۡسِي وَلَآ أَعۡلَمُ مَا فِي نَفۡسِكَۚ﴾

আল্লাহর বাণী যেখানে ঈসা আলাইহিস সালাম এর বক্তব্য সম্পর্কে তিনি সংবাদ প্রদান করেছেন: "আপনি আমার অন্তরে যা আছে তা জানেন কিন্তু আমি আপনার অন্তরে যা আছে তা জানি না"[১৪]।

সিফাতের আয়াত ও হাদীস বলতেন না। আর সে সব আয়াত ও হাদীস দিয়ে আলাদা আলাদা করে আল্লাহর গুণাবলী সাব্যস্ত করতেন না। সুতরাং বিষয়টি ভালোভাবে না বুঝে কেউ যেন বিভ্রান্ত না হোন সেজন্য সাবধান করা হলো। -সম্পাদক

[১২] সূরা আর-রহমান, আয়াত: ২৭।

[১৩] সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৬৪।

[১৪] সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ১১৬।

وقوله سبحانه: ﴿وَجَآءَ رَبُّكَ﴾

আল্লাহর বাণী: “আর তোমার রব আসবেন”[১৫]

وقوله تعالى: ﴿هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ﴾

আল্লাহর বাণী: “তারা কি শুধুমাত্র আল্লাহ তাদের কাছে আসবেন এটারই অপেক্ষা করছে?”[১৬]

وقوله تعالى: ﴿رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ﴾

আল্লাহর বাণী: “আল্লাহ তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন”[১৭]।

وقوله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ﴾

আল্লাহর বাণী: “আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসেন”[১৮]।

وقوله تعالى في الكفار: ﴿وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ﴾

কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহর বাণী: “আল্লাহ তাদের উপরে রাগ করেছেন”[১৯]

[১৫] সূরা আল-ফাজর, আয়াত: ২২। আয়াতে যদিও الماضي তথা অতীত কালীন ক্রিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে, তবে বর্ণনাটি ক্বিয়ামাতের ঘটনাকে উল্লেখ করেছে বিধায় ইলমুল বালাগাতের (আরবী অলংকার শাস্ত্র) নিয়ম অনুযায়ী المضارع বা ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়ার অর্থ প্রদান করছে।

[১৬] সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২১০।

[১৭] সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ১১৯।

[১৮] সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৫৪।

[১৯] সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ০৬।

وقوله تعالى: ﴿ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسۡخَطَ ٱللَّهَ﴾

আল্লাহর বাণী: “তারা ঐ সমস্ত বিষয়ের অনুসরণ করে যা আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে”[২০]।

وقوله تعالى: ﴿كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمۡ﴾

আল্লাহর বাণী: “আল্লাহই তাদের (জিহাদে) বের হওয়াকে অপছন্দ করেছেন”[২১]।

ومن السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا» وقوله: «يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة» وقوله: «يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة»

১৩। এছাড়াও সুন্নাহতে বর্ণিত রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা:

“আমাদের মহিমান্বিত রব প্রতি রাতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন”[২২]।

আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তোমার রব আশ্চর্যান্বিত হন ঐ যুবককে দেখে যার মধ্যে প্রবৃত্তির তাড়না নেই”[২৩]।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “আল্লাহ এমন দুই ব্যক্তিকে দেখে হাসেন যাদের একজন অন্যজনকে হত্যা করেছে, এরপর তারা উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে”[২৪]।

---

[২০] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২৭।

[২১] সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৪৬।

[২২] ছ্বহীহ বুখারী হা/১১৪৫

[২৩] যঈফ: মুসনাদু আহমাদ, ৪/১৫১।

[২৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৮২৬

فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته، نؤمن به، ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين، ولا بسمات المحدثين،

১৪। এরকম অন্যান্য বর্ণনাসমূহ যার সানাদ ছ্বহীহ ও বর্ণনাকারীগণ ন্যায়পরায়ণ (গ্রহণযোগ্য) বলে স্বীকৃত, এগুলোর উপর ঈমান আনি, এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করি না, অস্বীকার ও করি না এবং এগুলোর বাহ্যিক অর্থের বিপরীত কোন তা'ওয়ীলকেও গ্রহণ করি না[২৫]। কোন মাখলূকের গুণাবলী বা সৃষ্টবস্তুর বৈশিষ্ট্যের সাথে এগুলোর সাদৃশ্য সাব্যস্ত করি না।

ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير

আমরা ঈমান আনি যে, মহা পবিত্র আল্লাহর কোন সাদৃশ্য বা সমকক্ষ নেই, যেমন আল্লাহ বলেছেন:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾

"কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়, তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"[২৬]

وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.

আর মনে যা কিছুর খেয়াল সৃষ্টি হয় অথবা অন্তরে যা কিছু উদয় হয়, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তার বিপরীত (এসব থেকে পবিত্র)।

---

[২৫] শাইখ ইবন কুদামার এ বক্তব্যটির মাধ্যমে তার যাবতীয় বক্তব্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তিনি প্রকাশ্য অর্থ নেওয়া সাব্যস্ত করতেন। তা'ওয়ীলকে কঠিনভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন। সুতরাং কোনো মুফাওয়িদ্বা বা অর্থ না করার নীতি অবলম্বনকারীদের পক্ষ থেকে তাঁর অপরাপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের অপব্যাখ্যা দাঁড় করানোর কোনো সুযোগ নেই। -সম্পাদক

[২৬] সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১।

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ﴾ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك» «وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة» رواه مسلم، ومالك بن أنس، وغيرهما من الأئمة.

১৫। এ সংক্রান্ত আল্লাহর (আরো) বাণী: “রহমান আরশের উপরে উঠেছেন।”[২৭] আল্লাহর বাণী: “ তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ তার থেকে যিনি আসমানে রয়েছেন।”[২৮] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “ হে আমাদের রব যিনি আসমানে আছেন, আপনার নাম পবিত্র হয়েছে।” তিনি দাসীকে বললেন: “আল্লাহ কোথায়?” তখন সে বলল: “আকাশের উপরে”। আল্লাহর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন: “তাকে মুক্ত করে দাও, কেননা সে মু’মিনাহ (ঈমানদার)।” ইমাম মুসলিম, মালিক ইবনু আনাসসহ অন্যান্য ইমামগণ উক্ত হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: «كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء، قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين، فأسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: " اللهم ألهمني رشدي، وقني شر نفسي»".

১৬। হুছ্বাইন (যিনি সাহাবী ইমরানের পিতা, যখন তিনি মুশরিক ছিলেন তখন) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন: “তুমি কতজন ইলাহের ইবাদাত কর?” তিনি জবাবে বলেছিলেন: “সাতজন, ছয়জন জমীনে আর একজন আকাশের উপর।” তখন আল্লাহর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন: “তোমার ভয় ও আশা কার জন্য হয়ে থাকে?” তিনি বললেন: “যিনি আকাশের উপরে থাকেন।” তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম

[২৭] সূরা ত্বহা, আয়াত: ৫।

[২৮] সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৬।

বললেন: "তুমি আকাশের উপর যিনি রয়েছেন তাঁরই ইবাদাত কর আর বাকী ছয়জনকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে দু'টি দু'আ শিখিয়ে দেব।" এরপর (ইমরানের পিতা) হুছাইন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এ কথা বলতে শিখিয়ে দেন: "তুমি বল: হে আল্লাহ, আমাকে সৎ পথের নির্দেশনা দিন আর নফসের অকল্যাণ থেকে আমাকে রক্ষা করেন।"[২৯]

فيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة:

أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء.

১৭। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার ছাহাবীগণের ব্যাপারে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের বর্ণনা হতে যা বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে: তারা জমীনে সাজদা করবে আর বিশ্বাস করবে যে তাদের ইলাহ আকাশের উপর রয়েছেন।

وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن ما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا...» . وذكر الخبر إلى قوله: «وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك»

১৮। ইমাম আবূ দাঊদ তা সুনানে বর্ণনা করেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: " নিশ্চয় এক আকাশ হতে অন্য আকাশের মধ্যে এত এত পথের দূরত্ব ..." তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একথা পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন: "এর উপরে রয়েছে 'আরশ। আর মহা পবিত্র আল্লাহ এ আরশের উপরে রয়েছেন।"

فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله، ولا تشبيهه ولا تمثيله.

[২৯] যঈফ: সুনানুত তিরমিযী, হা/৩৪৮৩।

১৯। এই বর্ণনা ও অনুরূপ অন্যান্য বর্ণনাসমূহ বর্ণনা ও গ্রহণের ব্যাপারে পূর্ববর্তীগণ (সালাফ) সম্মিলিত ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তারা এটার ব্যাপারে কোন প্রত্যাখ্যানমূলক দলীল, অপব্যাখ্যা, সাদৃশ্যতা বা দৃষ্টান্ত পেশ করেননি।

سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله ﴿ ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج.

২০। ইমাম মালিক ইবনু আনাসকে (রহিমাহুল্লাহ) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: হে আবূ আব্দির রহমান, "রহমান আরশের উপরে উঠেছেন"[৩০]। তিনি কিভাবে উঠেছেন? তিনি জবাবে বলেছিলেন: "ইস্তিওয়া (উপরে উঠা) জ্ঞাত বিষয়। তবে এর প্রকৃতি বোধগম্য নয়। এ ব্যাপারে ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা বিদ'আত। এরপর মালিক (রহিমাহুল্লাহ) আদেশ দিলে তাকে (জিজ্ঞেসকারীকে) সেখান থেকে বের করে দেয়া হয়।

[৩০] সূরা ত্বহা, আয়াত: ৫।

من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم

আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে তিনি স্বীয় প্রাচীন[৩১] কথার দ্বারা কথা বলেন

كلام الله ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله،

২১। আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে তিনি স্বীয় প্রাচীন কথার দ্বারা কথা বলেন, তিনি তাঁর সৃষ্ট মাখলূকের মধ্য হতে যতটুকু ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা তা শ্রবণ করান। (যেমন) মূসা আলাইহিস সালাম কোন মাধ্যম ছাড়াই তা শুনেছেন, জিবরীল আলাইহিস সালামও তা শুনেছেন এবং ফেরেশতা ও রসূলদের মধ্য হতে তারাও শুনেছেন যাদেরকে আল্লাহ অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، ويأذن لهم فيزورونه، قال الله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا ١٦٤﴾ [النساء: ١٦٤]

২২। এছাড়াও আল্লাহ ক্বিয়ামাতের দিন বান্দার সাথে কথা বলবেন এবং তারাও আল্লাহর সাথে কথা বলবে এবং আল্লাহ অনুমতি দিবেন, ফলে তারা তার সাক্ষাৎ লাভ করবে (দর্শন লাভ করবে)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন:

---

[৩১] অর্থাৎ কথা বলা তাঁর প্রাচীন গুণ। সেটা দিয়ে তিনি যখন ইচ্ছা কথা বলেন। আল্লাহর কোনো গুণই নতুন নয়। কোনো গুণেই তিনি নতুন করে গুণান্বিত হয়েছেন এমন নয়, তবে সে গুণ অনুসারে যখন ইচ্ছা সেটার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। যেমন কথা বলা তাঁর প্রাচীন গুণ, তবে তিনি প্রাচীনকালে যেমন কথা বলেছেন এখনও তিনি কথা বলেন। তাঁর বক্তব্যের আগ-পিছ আছে। আগে তিনি আদমের সাথে কথা বলেছেন, পরে মূসার সাথে, পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে, এখনও ফিরিশতাদের সাথে। এভাবে মহান আল্লাহ কথা বলেন। এটাকেই বলা হয়, গুণান্বিত হওয়ার দিক থেকে প্রাচীন তবে আল্লাহর কাছ থেকে আসার দিক থেকে নবীন। -সম্পাদক

﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا ١٦٤﴾

“আর আল্লাহ মূসার সাথে নিশ্চিতভাবেই কথা বলেছেন”[৩২]

وقال سبحانه: {يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي} [الأعراف: ١٤٤]

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ আরো বলেন: “হে মূসা, নিশ্চয় আমি তোমাকে মানুষের মধ্য হতে বাছাই করে নিয়েছি আমার পক্ষ হতে রিসালাত ও কথা বলার মাধ্যমে”[৩৩]।

وقال سبحانه: ﴿مِّنۡهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُۖ﴾ [البقرة: ٢٥٣]

মহান আল্লাহ আরো বলেন: “(রসূলদের মধ্যে এমন রয়েছে) যাদের সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন”[৩৪]।

وقال سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحۡيًا أَوۡ مِن وَرَآيِٕ حِجَابٍ﴾ [الشورى: ٥١]

মহান আল্লাহ আরো বলেন: “কোন মানুষের পক্ষেই এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সাথে অহী অথবা অন্তরায় ব্যতিত কথা বলবেন”[৩৫]।

وقال سبحانه: ﴿فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِيَ يَٰمُوسَىٰٓ ١١ إِنِّيٓ أَنَا۠ رَبُّكَ فَٱخۡلَعۡ نَعۡلَيۡكَ إِنَّكَ بِٱلۡوَادِ ٱلۡمُقَدَّسِ طُوٗى ١٢﴾ [طه: ١١ – ١٢]

[৩২] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৪।

[৩৩] সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৪৪।

[৩৪] সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৩।

[৩৫] সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৫১।

মহান আল্লাহ আরো বলেন: “যখনই মূসা ঐখানে আসল, তখনই তাকে ডেকে বলা হল, হে মূসা, নিশ্চয় আমিই তোমার রব। সুতরাং তুমি তোমার জুতাদ্বয় খুলে ফেল, (কেননা) নিশ্চয় তুমি ত্বুয়া নামক মহিমান্বিত উপত্যকায় রয়েছ”[৩৬]।

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي ﴾ [طه: ١٤] وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله.

মহান আল্লাহ আরো বলেন: “নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই তাই তুমি আমারই ইবাদাত কর”[৩৭]। আর একথা বলা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য জায়েয হতে পারে না[৩৮]।

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: " إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء "، روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

২৩। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু বলেন: “যখন আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে কথা বলেন তখন আকাশের অধিবাসীরা তা শুনতে পায়।” তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এটা বর্ণনা করেন।

وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان» ، رواه الأئمة واستشهد به البخاري

২৪। আব্দুল্লাহ বিন উনাইস রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিকে ক্বিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন নগ্নপদ, উলঙ্গ এবং এমন অবস্থায় যে অবস্থায় তার সাথে আর

---

[৩৬] সূরা ত্বহা, আয়াত: ১১-১২।

[৩৭] সূরা ত্বহা, আয়াত: ১৪।

[৩৮] অর্থাৎ যারা আল্লাহর বাণী অস্বীকার করে, তারা হয়ত বলতে পারে যে, গাছ বলেছে, তাই তিনি তাদের সে সন্দেহ দূর করে দিলেন; কারণ গাছ এ দাবী করতে পারে না যে, আমিই আল্লাহ.. । -সম্পাদক

কোন কিছু থাকবে না। এর পরে তিনি স্বশব্দে ডেকে বলবেন: আমিই মালিক, আমিই সবচেয়ে ভালো প্রতিদান দানকারী। তার এই কথা যারা কাছে রয়েছে তারা যেমন শুনতে পাবে, যারা দূরে রয়েছে তারাও তেমনি শুনতে পাবে। বিভিন্ন ইমামগণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদীছকে শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه: يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت، فقال لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: " أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك "، فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع، أم كلام رسولك؟ قال: " بل كلامي يا موسى ".

২৫। কিছু কিছু বর্ণনায় রয়েছে যে মূসা আলাইহিস সালাম যখন রাতে উপনীত হলেন এবং তিনি আগুন দেখতে পেলেন যা তাকে শংকিত করেছিল এবং তিনি ভয়ও পেয়েছিলেন তখন আল্লাহ বললেন: হে মূসা তখন তিনি দ্রুত জবাব দিলেন কথাবার্তার উদ্দেশ্যে, তিনি বললেন: লাব্বাইক! লাব্বাইক! এরপরে তিনি আরো বললেন: আমি আপনার শব্দ শুনতে পাচ্ছি কিন্তু আমি আপনার অবস্থান দেখতে পাচ্ছি না। আপনি কোথায়? তখন আল্লাহ বললেন: আমি তোমার উপরে, তোমার সামনে, তোমার ডানে এবং তোমার বামে। তখন মূসা আলাইহিস সালাম জানতে পারলেন যে, এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো গুণ হতে পারে না। তখন মূসা আলাইহিস সালাম বললেন: "হে আমার প্রভূ, আপনি অনুরূপই। আমি কি আপনার কথা শুনছি নাকি আপনার কোন রসূলের কথা শুনছি?" তখন আল্লাহ বললেন: তুমি আমার কথাই শুনছো[৩৯]।

[৩৯] এটি একটি ইসরাঈলী বর্ণনা। এর দ্বারা আকীদায় দলীল নেয়া হয় না। সাধারণত যা দলীল হিসাবে পেশ করা যায় না, তবে অনেক সময় তা দিয়ে মূল দলীলের জন্য সামান্য সহযোগিতা নেয়া হয়। সুতরাং কেউ যেন মনে না করে যে আমরা ইসরাঈলী বর্ণনা দিয়ে দলীল গ্রহণ করি।

দ্বিতীয়ত, এ ভাষ্যে আসা "আমি তোমার উপরে, তোমার সামনে, তোমার ডানে এবং তোমার বামে" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামের নিকটে

القرآن كلام الله

ক্বুরআন আল্লাহর কালাম (কথা)

القرآن كلام الله ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود،

২৬। ক্বুরআন আল্লাহর কালাম (কথা)। পবিত্র ক্বুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালামের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। এটা আল্লাহর সুস্পষ্ট কিতাব, তাঁর শক্ত রজ্জু, তাঁর সরল-সুদৃঢ় পথ। আর এটা সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালকের কাছ থেকে আসা নাযিলকৃত, যা বিশ্বস্ত রূহ (জিবরীল আমীন) নিয়ে এসেছিলেন আর এটা নাযিল হয়েছে রসূলদের নেতা (মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অন্তরে স্পষ্ট আরবী ভাষায়। এটা নাযিলকৃত (আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কথা), তবে মাখলূক্ব (সৃষ্ট) নয়। ক্বুরআন আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে আর তাঁর কাছেই ফিরে যাবে[৪০]।

وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاض، متلو بالألسنة محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي

২৭। আর এতে রয়েছে দ্ব্যর্থহীন সূরা সমূহ, সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, হরফ ও শব্দাবলী, যে ব্যক্তি নির্ভুলভাবে এটা পাঠ করবে তার জন্য প্রতিটি হরফে দশটি ছ্বওয়াব রয়েছে। কুরআনের শেষ ও শুরু রয়েছে, কতিপয় পারা ও অংশ রয়েছে।

বুঝানো; যা কুরআনের আয়াতেও এসেছে। অর্থাৎ মূসা, আমি তোমার নিকটে, তোমাকে দেখছি, তুমি আমার থেকে গোপন নও। তোমার ডান, বাম, উপর ও নিচ সবই আমার জ্ঞানের আওতায়। সুতরাং মহান আল্লাহ আরশের উপরে থাকার সাথে এর কোনো বিরোধ নেই। -সম্পাদক

[৪০] ছ্বহীহ: সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৪০৪৯

মুখে এটার তেলাওয়াত করা হয় কিন্তু অন্তরে তা সংরক্ষিত থাকে। কানে শ্রবণ করা হয়, আর মাছুহাফ সমূহে লিপিবদ্ধ। এতে রয়েছে মুহকাম ও মুতাশাবিহ, নাসিখ ও মানসূখ, খাছ্ব ও ‘আম, আমর ও নাহী।

﴿لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢]

“এই কুরআনে সামনে বা পিছন থেকে কোন বাতিল কখন ঢুকতে পারে না, (কেননা এটা) প্রশংসিত মহাজ্ঞানীর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত”[৪১]।

وقوله تعالى: ﴿قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨]

মহান আল্লাহ আরো বলেন: “বল, সমস্ত জিন ও ইনসান একত্রিত হয়ে যদি চেষ্টা করে যে, তারা এই কুরআনের ন্যায় কোন গ্রন্থ নিয়ে আসবে, তবে তারা সেটা করতে সক্ষম হবে না, যদিও তারা (এক্ষেত্রে) একে অপরের সহযোগী হয়”[৪২]।

وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا: ﴿لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ﴾ [سبأ: ٣١] وقال بعضهم: ﴿إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ﴾ [المدثر: ٢٥] فقال الله سبحانه: ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾ [المدثر: ٢٦] وقال بعضهم: هو شعر، فقال الله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ﴾ [يس: ٦٩]

২৮। আর এটাই সেই আরবী কিতাব যার ব্যাপারে কাফেররা বলেছিল: “এই কুরআনের ব্যাপারে আমরা কখনোই ঈমান আনবো না”[৪৩]। তাদের কেউ কেউ বলেছিল: “এটা মানুষের কথা ছাড়া আর কিছুই না”[৪৪]। যার জবাবে আল্লাহ

---

[৪১] সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৪২।

[৪২] সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৮৮।

[৪৩] সূরা সাবা, আয়াত: ৩১।

[৪৪] সূরা আল-মুদ্দাছছির, আয়াত: ২৫।

সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন: “অচিরেই আমি তাকে (যে এমন কথা বলে) সাক্বারে প্রবেশ করাবো”[৪৫]। তাদের কেউ কেউ আরো বলেছিল: এটা কবিতা। তখন আল্লাহ এর জবাবে বলেছিলেন: “আমি তাকে কবিতা শিক্ষা দেইনি। আর কবিতা তার জন্য শোভনীয়ও নয়। কেননা এটা শুধুমাত্র সুস্পষ্ট কুরআন ও যিকর”[৪৬]।

لما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد: إنه شعر،

যেহেতু আল্লাহ (কুরআনের) কবিতা হওয়াকে অস্বীকার করেছেন আর এটাকে কুরআন হিসেবেই সাব্যস্ত করেছেন, সুতরাং প্রতিটি বিবেকের অধিকারীর কাছে আর কোন সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে না যে, কুরআনই হচ্ছে সেই আরবী কিতাব যা শব্দাবলী, হরফ ও আয়াত সমূহের সামষ্টির নাম। কেননা যদি অনুরূপ কিছু না হত, তাহলে কেউই বলতো না যে এটা কবিতা[৪৭]।

وقال عز وجل: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٣]

২৯। আল্লাহ বলেন: “আর যদি আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি, সে ব্যাপারে তুমি কোন সন্দেহে নিপতিত থাক, তবে কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস। আর আল্লাহ ব্যতিত তোমাদের সকল স্বাক্ষীদেরকে ডেকে নাও।”[৪৮]

ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدري ما هو ولا يعقل.

---

[৪৫] সূরা আল-মুদ্দাছছির, আয়াত: ২৬।

[৪৬] সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ৬৯।

[৪৭] অর্থাৎ যদি সেটি আরবী শব্দ, বর্ণ, আয়াত না হতো তাহলে তারা সেটাকে কবিতা বলতো না। তারা সে জিনিসকেই কবিতা বলে যা আরবী ভাষায়, বর্ণ ও শব্দ বিশিষ্ট হয়। সুতরাং যারা কুরআনকে আরবী ভাষার শব্দ ও বর্ণে বিশ্বাস করবে না, তারা কুরআনের আয়াতের সরাসরি বিরোধিতা করছে। -সম্পাদক

[৪৮] সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত: ২৩।

আর যার প্রকৃতি সম্পর্কে তারা (কাফেররা) জানে না বা যা তাদের বোধগম্য নয় তা দিয়ে চ্যালেঞ্জ করাটা সঠিক হতো না।

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَـٰتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱئْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَـٰذَآ أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلْقَآئِ نَفْسِىٓ﴾ [يونس: ١٥]

৩০। আল্লাহ বলেন: "আর যখন তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে তেলাওয়াত করা হয়, তখন যারা আমার সাক্ষাত প্রত্যাশী নয় তারা বলে এই কুরআন বাদে অন্য কুরআন নিয়ে আস অথবা একে পরিবর্তন কর। তখন তুমি বলে দাও, আমার পক্ষ থেকে এটাকে পরিবর্তন করার অধিকার আমার নেই"[৪৯]।

فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم.

সুতরাং এটা সাব্যস্ত হল যে, কুরআন হচ্ছে ঐ সমস্ত আয়াত যা তাদেরকে তেলাওয়াত করে শুনানো হয়।

وقال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ۚ﴾ [العنكبوت: ٤٩]

وقال تعالى: {﴿إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ۝٧٧ فِى كِتَـٰبٍ مَّكْنُونٍ ۝٧٨ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ﴾

[الواقعة: ٧٧ – ٧٩] بعد أن أقسم على ذلك،

৩১। আল্লাহ বলেন: "বরং এটা হচ্ছে যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের অন্তরে থাকা সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ"[৫০]। কসম করে আল্লাহ আরো বলেন: "নিশ্চয় এটা সম্মানিত কুরআন। যা গোপন-সুরক্ষিত কিতাবে লিপিবদ্ধ। যাকে পবিত্রগণ ব্যতিত কেউই স্পর্শ করে না"[৫১]।

[৪৯] সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৫।

[৫০] সূরা আল-‘আনক্বাবূত, আয়াত: ৪৯।

[৫১] সূরা আল-ওয়াক্বিয়াহ, আয়াত: ৭৭-৭৯।

وقال تعالى: ﴿كٓهيعٓصٓ﴾ [مريم: ١] ﴿حمٓ ۝١ عٓسٓقٓ ۝٢﴾ [الشورى: ١ – ٢] وافتتح تسعا وعشرين سورة بالحروف المقطعة.

৩২। আল্লাহ আরো বলেন: "কাফ-হা-ইয়া-'আইন-ছ্বদ"[৫২], "হা-মীম, 'আইন, সীন, ক্বাফ"[৫৩]। আর উনত্রিশটি সূরার শুরু করেছেন 'হুরূফে মুক্বাত্ত্ব'আত এর মাধ্যমে।

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة» حديث صحيح.

৩৩। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে কুরআন পাঠ করে তার জন্য প্রতি হরফে দশটি ছওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠে ভুল করে তার জন্য প্রতি হরফে একটি করে ছওয়াব রয়েছে"[৫৪]। হাদীছটি ছ্বহীহ।

وقال عليه الصلاة والسلام: «اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه»،

৩৪। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমরা কুরআন পাঠ কর, এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের আগেই, যারা কুরআনের হরফগুলোকে তীরের ন্যায় সোজা ও দৃঢ় করবে (তাজভীদ আদায়ে বাড়াবাড়ি করবে), কিন্তু কুরআন

---

[৫২] সূরা মারইয়াম, আয়াত: ১।

[৫৩] সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১-২।

[৫৪] হাদীছটি অত্যন্ত দুর্বল, যদিও ইবনে কুদামাহ হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। হাদীছটির বর্ণনায় কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে, ত্ববরানী তার আওসাত গ্রন্থে (হা/৭৫৭৪) ইবনে মাসউদ (রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে কাছাকাছি শব্দের হাদীছ নিয়ে এসেছেন এবং হায়ছুমী তার মাজমাউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থে (হা/১১৬৫৫) বর্ণনা করে বলেছেন, যে হাদীছের সানাদে নাহশাল নামক একজন রাবী রয়েছেন আর সে মাতরুক।

তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা এর প্রতিদান বা বিনিময়ের জন্য তাড়াহুড়া করবে, (আখিরাত পর্যন্ত) বিলম্ব করবে না"[৫৫]।

وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه،

৩৫। আবূ বকর ও 'উমার (রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহুমা) বলেন: "কুরআনের কিছু হরফ হিফজ করার চেয়ে আমাদের নিকটে কুরআনকে সুন্দরভাবে তাজওয়ীদের সাথে তেলাওয়াত করা অধিক পছন্দনীয়"[৫৬]।

وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله،

৩৬। 'আলী (রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন: "কুরআনের কোন একটি হরফকে অস্বীকার করবে, সে পুরো কুরআনকেই অস্বীকার করল"[৫৭]।

واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه.

৩৭। মুসলিমরা কুরআনের সূরা, আয়াত, শব্দ ও হরফসমূহ গণনার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف.

৩৮। আর মুসলিমদের মাঝে এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই যে, যে ব্যক্তি কুরআনের কোনো একটি সূরা, আয়াত, শব্দ বা হরফকে অস্বীকার করবে সে সকলের ঐকমত্যেই কাফের। আর এটি কুরআন হরফ বা বর্ণের সমষ্টি হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য দলীল।

---

[৫৫] ছ্বহীহ: সুনানু আবী দাঊদ, হা/৮৩০, মুসনাদু আহমাদ, হা/১৫২৭৩, শু'আবুল ঈমান, হা/২৩৯৯।

[৫৬] যঈফ জিদ্দান-খুবই দুর্বল আছার।

[৫৭] ছ্বহীহ: মুছ্বান্নাফু ইবনি আবী শায়বাহ, হা/৩০১০৯।

رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة

ক্বিয়ামাতের দিন মুমিনগণ কর্তৃক তাদের রবের দর্শন

رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه، ويكلمهم ويكلمونه،

৩৯। মুমিনগণ তাদের রবকে আখিরাতে স্বচক্ষে দেখবে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে।

قال الله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢ – ٢٣]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন: “মুখসমূহ সেদিন সুশোভিত হবে এবং তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে”[৫৮]।

وقال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ١٥]

আল্লাহ আরো বলেন: “কখনো নয়, সেদিন তারা অবশ্যই তাদের রব থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে”[৫৯]।

فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضى، وإلا لم يكن بينهما فرق،

৪০। যখন তাদেরকে পর্দার আড়ালে অসন্তুষ্টির অবস্থায় রাখা হবে, তখন এটা ইঙ্গিত করে যে, মুমিনগণ আল্লাহকে দেখবে সন্তুষ্টির অবস্থায়। তা না হলে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতো না।

[৫৮] সূরা ক্বিয়ামাহ, আয়াত: ২২-২৩।

[৫৯] সূরা মুত্বফফিফীন, আয়াত: ১৫।

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» حديث صحيح متفق عليه.

৪১। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “অচিরেই তোমরা তোমাদের রবকে দেখবে, যেভাবে তোমরা এই চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ। তাকে দেখার ক্ষেত্রে তোমরা কোন ভীড়ের সম্মুখীন হবে না”[৬০]। হাদিছটি ছ্বহীহ মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহি।

وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير.

৪২। এখানে দেখার সাথে দেখার তুলনা করা হয়েছে, দৃষ্ট বস্তুর সাথে তুলনা করা হয়নি; কেননা আল্লাহ তা‘আলার কোন সদৃশ বা অনুরূপ কিছু নেই।

[৬০] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৫৫৪, ৫৭৩, ৪৮৫১, ৭৪৩৪, ৭৪৩৬, মুসলিম, হা/১৩২০, সুনানু আবী দাউদ, হা/৪৭২৯, সুনানুত তিরমিজী, হা/২৫৫১, ২৫৫৪, সুনানু ইবনি মাজাহ, হা/১৭৭, মুসনাদু আহমাদ, হা/১৮৭০৮, ১৮৭২৩ ও ১৮৭২৬।

القضاء والقدر

ফয়সালা ও তাক্বদীর

القضاء والقدر ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته،

৪৩। আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম একটি গুণ হচ্ছে তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। কোন কিছুই তাঁর ইচ্ছার বিপরীতে হতে পারে না। কোন কিছু তাঁর চাওয়ার বাইরে যেতে পারে না। সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই তাঁর তাক্বদীর থেকে মুক্ত নয়। কোন কিছুই তাঁর পরিচালনা ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করে না। (আল্লাহর) নির্ধারিত তাক্বদীর থেকে পলায়নের কোন উপায় নেই এবং কোন কিছুই লাওহে মাহফুজে যা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা অতিক্রম করবে না। সৃষ্টি জগতের অধিবাসীরা যা করবে সে ব্যাপারে তিনি ইচ্ছা পোষণ করেছেন, যদি তিনি তাদেরকে বিরত রাখতেন তবে তারা এর বিপরীত করতে পারতো না। যদি তিনি চাইতেন যে সকলেই তাঁর আনুগত্য করবে, তবে তারা অবশ্যই আনুগত্য করতো। আল্লাহ সৃষ্টি জগত ও তাদের কর্মকান্ডগুলো সৃষ্টি করেছেন, তাদের রিযিক ও অন্তিম সময়কে ধার্য করে দিয়েছেন। যাকে খুশি তিনি স্বীয় রহমতে হেদায়াত প্রদান করেন। আর যাকে খুশি তিনি স্বীয় হিকমাতের কারণে পথচ্যুত করেন।

قال الله تعالى: ﴿لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣]

আল্লাহ বলেন: "তিনি (আল্লাহ) যা করেন সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। বরং (বান্দাদেরকে) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে"[৬১]।

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩]

আল্লাহ আরো বলেন: "নিশ্চয় আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্দিষ্ট পরিমাণে"[৬২]।

وقال تعالى: ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢]

আল্লাহ আরো বলেন: "তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তার তাক্বদীর নির্ধারণ করেছেন"[৬৩]।

وقال تعالى: ﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ﴾ [الحديد: ٢٢]

আল্লাহ আরো বলেন: "জমীনে ও তোমাদের অন্তরে এমন কোন বিপদ আপতিত হয় না, যা ইতোপূর্বেই আমি কিতাবে লিপিবদ্ধ করিনি"[৬৪]।

وقال تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾ [الأنعام: ١٢٥]

আল্লাহ আরো বলেন: "সুতরাং আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে পথচ্যুত করতে চান তার বক্ষকে সংকীর্ণ ও সংকুচিত করে দেন[৬৫]।

---

[৬১] সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ২৩।

[৬২] সূরা ক্বমার, আয়াত: ৪৯।

[৬৩] সূরা আল-ফুরক্বান, আয়াত: ০২।

[৬৪] সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ২২।

[৬৫] সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১২৫।

روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم.

৪৪। ইবনু ‘উমার (রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা) বর্ণনা করেন যে, জিবরীল আলাইহিস সালাম নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন: ঈমান কী? তিনি বললেন: তুমি ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, ফেরেশতাদের উপর, কিতাবসমূহের উপর, রসূলগণের উপর, আখিরাতের উপর এবং তাক্বদীরের ভালো-মন্দের উপর। তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম বললেন: আপনি সত্য বলেছেন[৬৬]। হাদীছটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره

৪৫। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আমি ঈমান এনেছি তাক্বদীরের ভালো-মন্দ ও মিষ্টতা-তিক্ততার উপর”[৬৭]।

ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت،

---

[৬৬] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮, ছ্বহীহ বুখারী, হা/৫০, সুনানু আবী দাঊদ, হা/৪৬৯৫, সুনানুন নাসাঈ, হা/৪৯৯০, সুনানুত তিরমিযী, হা/২৬১০, সুনানু ইবনি মাজাহ, হা/৬৩।

[৬৭] যঈফ: কানযুল উম্মাল, হাকিম ফি মারিফাতিল উলুমিল হাদীছ

৪৬। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিতরের ক্বুনূতে পড়া দু‘আ, যে দু‘আ তিনি হাসান ইবনু ‘আলীকে শিখিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল : “আর আপনি আমাকে রক্ষা করুন আপনার করা ফয়সালার অমঙ্গল থেকে”[৬৮]।

ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن، ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل،

৪৭। তবে আল্লাহর ফয়সালা ও তাক্বদীরকে আমরা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ অমান্য করার ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে কোন দলীল হিসেবে বিবেচনা করি না। বরং এটা আবশ্যক যে আমরা (এ ব্যাপারে) ঈমান আনব। আমরা জানি যে, আমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দলীল রয়েছে কিতাব নাযিল করা ও রসূলদের প্রেরণের পরে।

قال الله تعالى: {﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ﴾ [النساء: ١٦٥]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন: “এটা একারণে যে, যেন মানুষের কাছে রসূলদের (আগমনের) পরে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন দলীল না থাকে”[৬৯]।

ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية، ولا اضطره إلى ترك طاعة،

৪৮। আমরা আরো জানি যে, মহা-পবিত্র আল্লাহ শুধুমাত্র কোন কাজ করতে অথবা ছেড়ে দিতে সক্ষম ব্যক্তিকেই (উক্ত) কাজের আদেশ অথবা নিষেধ করেন। তিনি কাউকেই তার অবাধ্যতার ব্যাপারে জবরদস্তি করেননি এবং কাউকেই তার আনুগত্য পরিত্যাগে বাধ্য করেননি।

[৬৮] ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/১৭২৩, আবূ দাউদ হা/১৪২৫-১৪২৬, তিরমিযী হা/৪৬৪, ইবনে মাজাহ হা/১১৭৮

[৬৯] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৫।

قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]

আল্লাহ বলেন: “কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের বাইরে কোন কিছু চাপিয়ে দেন না”[৭০]।

وقال تعالى: ﴿فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: ١٦]

আল্লাহ বলেন: “তোমরা আল্লাহকে সাধ্যমত ভয় কর”[৭১]।

وقال تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ ۚ﴾ [غافر: ١٧]

আল্লাহ আরো বলেন: “আজকে প্রতিটি ব্যক্তিকেই সে যা অর্জন করেছে সেটা অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে, (এক্ষেত্রে) আজকে কোন জুলুম নেই”[৭২]।

فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب، وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.

৪৯। সুতরাং এটা প্রমাণ করে যে, বান্দার নিজের কর্মের ও অর্জনের প্রতিদান ভালো হলে ছওয়াবের মাধ্যমে আর মন্দ হলে শাস্তির মাধ্যমে দেয়া হবে। আর এটা আল্লাহর ফয়সালা ও তাক্বদীর অনুযায়ী সংঘটিত হবেই।

[৭০] সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত: ২৮৬।

[৭১] সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৬।

[৭২] সূরা গাফির (মু’মিন), আয়াত: ১৭।

الإيمان قول وعمل

ঈমান হচ্ছে কথা ও কাজ

الإيمان قول وعمل والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان، وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان،

৫০। আর ঈমান হচ্ছে মুখে বলা, (ইসলামের) রুকনগুলোকে ‘আমলে পরিণত করা এবং অন্তরে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করার নাম। (যা) আনুগত্যের মাধ্যমে বাড়ে এবং অবাধ্যতার (পাপের) কারণে কমে।

قال الله تعالى: ﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ﴾ [البينة: ٥]

৫১। আল্লাহ তা‘আলা বলেন: “আর তাদেরকে শুধুমাত্র এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন দীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠতা বজায় রেখে আল্লাহর ইবাদাত করে, ছ্বলাত ক্বায়েম করে এবং যাকাত দেয়,আর এটাই যথার্থ দীন”[৭৩]।

فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين،

আল্লাহ এখানে আল্লাহর ইবাদাত, অন্তরের একনিষ্টতা, ছ্বলাত ক্বায়েম করা ও যাকাত আদায় করার প্রত্যেকটিকেই দীনের অংশ বানিয়েছেন।

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.

[৭৩] সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, আয়াত: ০৫।

৫২। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "ঈমানের রয়েছে সত্তরের কিছু বেশী শাখা-প্রশাখা, এর সর্বোচ্চ শাখাটি হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই একথার সাক্ষ্য দেয়া এবং সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা"[৭৪]।

فجعل القول والعمل من الإيمان،

৫৩। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এখানে) কথা ও কাজকে ঈমানের অংশ বানিয়েছেন।

وقال تعالى: ﴿فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا﴾ [التوبة: ١٢٤]

আল্লাহ আরো বলেন: "এই সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে দিয়েছে"[৭৫]।

وقال: ﴿لِيَزْدَادُوٓاْ إِيمَٰنًا﴾ [الفتح: ٤]

আল্লাহ আরো বলেন: "যেন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়"[৭৬]।

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا.

৫৪। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যারা বলেছে আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই, আর তার অন্তরে একটি গম পরিমাণ অথবা সরিষা পরিমাণ অথবা অণু পরিমাণ ঈমান (অবশিষ্ট) থাকবে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে"[৭৭]। এর মাধ্যমে তিনি ঈমানকে বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করেছেন।

---

[৭৪] ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৫৯, সুনানুন নাসাঈ, হা/৫০০৫, সুনানু আবী দাউদ, হা/২৬৭৬, সুনানুত তিরমিজী, হা/২৬১৪, সুনানু ইবনি মাজাহ, হা/৫৭।

[৭৫] সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১২৪।

[৭৬] সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ০৪।

[৭৭] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৪৪।

الإيمان بكل ما أخبر به الرسول

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা খবর দিয়েছেন তার প্রতিটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা

الإيمان بكل ما أخبر به الرسول ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه، أو غاب عنا، نعلم أنه حق، وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه، ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما فإن قريشا أنكرته وأكبرته، ولم تنكر المنامات.

৫৫। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব বিষয়ে খবর দিয়েছেন এবং যার বর্ণনাসূত্র তার থেকে ছ্বহীহ প্রমাণিত হয়েছে সেটা আমাদের দৃষ্ট বিষয় হোক অথবা গায়েবের বিষয় হোক, তার প্রতিটি বিষয়ের উপর ঈমান আনা আবশ্যক। আমরা বিশ্বাস করি যে সেটা সত্য ও সঠিক। হতে পারে আমরা সেটা উপলব্ধি করতে পারি বা না পারি এবং তার অর্থের প্রকৃত বিষয়ও না জানতে পারি। এর মধ্য হতে অন্যতম, যেমন: ইসরা ও মি‘রাজের হাদীছ[৭৮]। আর সেটা ঘুমের মধ্যে নয় বরং জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল; কেননা কুরাইশগণ এটা অস্বীকার করেছিল এবং অসম্ভব মনে করেছিল অথচ তারা স্বপ্নের বিষয়কে অস্বীকার করতো না।

ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه.

৫৬। এসব বিষয়ের মধ্য হতে আরো অন্যতম হল: মালাকুল মাওত (মৃত্যুর ফেরেশতা) যখন তিনি মূসা ‘আলাইহিস সালামের কাছে এসেছিলেন তার রূহ

---

[৭৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩২০৭

কবজ করার জন্য তখন মূসা 'আলাইহিস সালাম তাকে থাপ্পড় মেরেছিলেন।[৭৯] এতে তার চোখ উপড়ে যায়, এরপর মালাকুল মাওত তার রবের কাছে ফিরে গেলে তিনি তার চোখ ফিরিয়ে দেন।

ومن ذلك أشراط الساعة، مثل خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل.

৫৭। এসব বিষয়ের মধ্য হতে আরো অন্যতম হল: ক্বিয়ামাতের আলামত সমূহ, যেমন: দাজ্জাল বের হওয়া, ঈসা 'আলাইহিস সালাম এর (পৃথিবীতে) অবতরণ করা, এরপর তার কর্তৃক দাজ্জালকে হত্যা করা। ইয়াজুজ ও মাজুজ বের হওয়া, দাব্বাতুল আরদ্ব (মাটির বিশেষ প্রাণী) বের হওয়া, সূর্য তার অস্তাচল থেকে উদিত হওয়া ও অনুরূপ আরো বিষয় সমূহ যা বর্ণনা সূত্রানুযায়ী ছ্বহীহ বলে সাব্যস্ত হয়েছে[৮০]।

وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، وأمر به في كل صلاة.

৫৮। কবরের শাস্তি ও শান্তি সত্য। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর (কবরের আযাব) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং প্রত্যেক ছ্বলাতে এ ব্যাপারে আদেশ দিয়েছেন[৮১]।

---

[৭৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪০৭

[৮০] আমাদের প্রকাশিত 'ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত' বইটি পড়ুন।

[৮১] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৭৭

وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور

৫৯। কবরের ফিতনাহ (পরীক্ষা) সত্য এবং মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নের বিষয়টি সত্য[৮২]। মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সত্য এবং এটা শুরু হবে ইসরাফীল ‘আলাইহিস সালাম যখন শিঙ্গাতে ফুঁ দিবেন তখন।

﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلۡأَجۡدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يَنسِلُونَ ۝٥١﴾ [يس: ٥١]

“আর শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হলে তখনই তারা সকলে কবর থেকে তাদের রবের দিকে ছুটে আসবে”[৮৩]।

ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل

৬০। ক্বিয়ামাতের দিনে মানুষেরা খালি পায়ে, খালি গায়ে ও রিক্ত অবস্থায় একত্রিত হবে। তারা ক্বিয়ামাতের অবস্থানে দাঁড়িয়েই থাকবে যতক্ষণ না আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ব্যাপারে সুপারিশ করবে। এরপর মহান পবিত্র আল্লাহ তাদের হিসাব নিবেন। এরপর মীযানকে উপস্থাপন করা হবে, আমলনামা প্রকাশ করা হবে, ডানে-বামে আমলের পাতাগুলো ছড়িয়ে পড়বে।

﴿فَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ۝٧ فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ حِسَابٗا يَسِيرٗا ۝٨ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ مَسۡرُورٗا ۝٩ وَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهۡرِهِۦ ۝١٠ فَسَوۡفَ يَدۡعُواْ ثُبُورٗا ۝١١ وَيَصۡلَىٰ سَعِيرًا ۝١٢﴾ [الانشقاق: ٧ - ١٢]

[৮২] হাসান: সুনানুত তিরমিযী হা/১০৭১

[৮৩] সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ৫১।

"আর যাকে তার কিতাব (আমলনামা) ডান হাতে দেয়া হবে, অচিরেই তার হিসাব সহজ করে নেয়া হবে এবং সে তার পরিজনের কাছে আনন্দিত হয়ে ফিরে যাবে। আর যার কিতাব তার পিঠের দিক থেকে দেয়া হবে, অচিরেই সে ধ্বংসকে ডাকতে থাকবে আর জলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে"[৮৪]।

والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال

৬১। মীযানের দু'টি পাল্লা ও একটি কাঁটা থাকবে যার মাধ্যমে আমল সমূহ ওযন করা হবে।

﴿فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خَـٰلِدُونَ ﴿١٠٣﴾﴾ [المؤمنون: ١٠٢ – ١٠٣]

"সুতরাং যাদের (সৎ কাজের) পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা ঐ সমস্ত লোক যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে (এবং তারা) স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে"[৮৫]।

ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا

৬২। ক্বিয়ামাতে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি হাউয থাকবে, যার পানি দুধ অপেক্ষা বেশী সাদা হবে এবং মিষ্টতা হবে মধুর চেয়েও বেশী। যার পানপাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের তারকারাজির সংখ্যার ন্যায়। যে ব্যক্তি একবার সেখান থেকে পান করবে এরপরে তার আর কখনো পিপাসা লাগবে না[৮৬]।

---

[৮৪] সূরা ইনশিক্বাক, আয়াত: ০৭-১২।

[৮৫] সূরা মু'মিনূন, আয়াত: ১০২-১০৩।

[৮৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৫৭৫-৬৫৯৩

والصراط حق يجوزه الأبرار، ويزل عنه الفجار

৬৩। ছ্বিরাত (জাহান্নামের উপরে স্থাপিত সেতু বিশেষ) সত্য। সৎকর্মশীলেরা এটি পার হয়ে যাবে। আর পাপাচারী ব্যক্তি এখান থেকে ফসকে পড়বে[৮৭]।

ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم فيمن دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته

৬৪। আমাদের নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মাতের মধ্য থেকে যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে সেই কবীরা গোনাহগারদের ব্যাপারে শাফা'আত (সুপারিশ) করবেন। সুতরাং তারা তার শাফা'আতের মাধ্যমে জাহান্নামে পুড়ে কয়লা হওয়ার পর বের হবে, এরপর তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুপরিশে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات.

৬৫। এছাড়াও অন্যান্য সকল নাবী, মু'মিন ও ফেরেশতাগণও শাফা'আত (সুপারিশ) করবেন।

قال تعالى: ﴿ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَلَا يَشۡفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرۡتَضَىٰ وَهُم مِّنۡ خَشۡيَتِهِۦ مُشۡفِقُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]

আল্লাহ বলেন: "তিনি যা তাদের সামনে এবং যা তাদের পিছনে সবই জানেন, কেউই (তার কাছে) শাফা'আত করতে পারবে না শুধুমাত্র তিনি যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তারা ব্যতিত, আর তারা আল্লাহর ভয়েই ভীত"[৮৮]।

[৮৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৪৩৯, ৬৫৭৩

[৮৮] সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ২৮।

ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين.

৬৬। আর কোন কাফিরের জন্য কোন শাফা‘আতকারীর শাফা‘আত কোন কাজে আসবে না।

والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون

৬৭। জান্নাত ও জাহান্নাম দুটি মাখলূক্ব যা ধ্বংস হবে না। সুতরাং জান্নাত হচ্ছে আল্লাহর অলীদের জন্য আবাসস্থল, আর জাহান্নাম তার শত্রুদের। জান্নাতের অধিবাসীগণ সেখানে চিরস্থায়ীভাবে থাকবেন।

﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ۝٧٤ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۝٧٥﴾ [الزخرف: ٧٤ – ٧٥]

আল্লাহর বাণী: “নিশ্চয় অপরাধীরা স্থায়ীভাবেই জাহান্নামে থাকবে। আর তাদের থেকে আযাব লাঘব করা হবে না আর একারণে তারা হতাশ হয়ে পড়বে”[৮৯]।

ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت.

৬৮। এরপর মৃত্যুকে একটি দুম্বার আকৃতিতে উপস্থিত করা হবে। অতপর জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে তাকে জবেহ করা হবে। এরপর বলা হবে: হে জান্নাতবাসীরা, চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান কর, আর কখনো মৃত্যু হবে না। আর হে জাহান্নামীরা, চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান কর, আর কখনো মৃত্যু হবে না”[৯০]।

[৮৯] সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৭৪-৭৫।

[৯০] ছ্বহীহ: সুনানুত তিরমিজী, হা/২৫৫৭।

محمد خاتم النبيين

মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নাবী

محمد خاتم النبيين ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته

৬৯। মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নাবী এবং সকল প্রেরিত রসূলদের সর্দার। কোন ব্যক্তির ঈমান শুদ্ধ হবে না যতক্ষণ না সে তার রিসালাতের উপর ঈমান আনে ও তার নবুওয়তের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। মানুষের মধ্যে কোন ফয়সালা শুরু হবে না তার শাফা'আত (সুপারিশ) ছাড়া। তিনি তার উম্মাতসহ জান্নাতে প্রবেশের আগে অন্য কোন উম্মাত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام.

৭০। তিনি প্রশংসার পতাকা বাহক, হাউয (কাউছার) ও মাক্বামে মাহমূদ (প্রসংশিত অবস্থান) এর অধিকারী। আর তিনি নাবীগণের ইমাম, তাদের খত্বীব বা মুখপাত্র এবং তাদের শাফা'আতের অধিকারী। তার উম্মাত শ্রেষ্ঠ উম্মাত এবং তার ছাহাবীগণ অন্যান্য নাবীগণের ছাহাবীগণ অপেক্ষা উত্তম।

وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره

৭১। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছেন আবূ বকর ছ্বিদ্দিক্ব, এরপর 'উমার ফারূক্ব, এরপর যুন-নুরাইন 'উছমান এরপর 'আলী আল-মুরতাদ্বা রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহুম আজমা'ঈন। কেননা 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহুমা বর্ণনা করেছেন যে, আমরা বলতাম আর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের তখন জীবিত ছিলেন: এই উম্মাতের নাবীর পরে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আবূ বকর, তারপর 'উমার, তারপর 'উছমান এরপর 'আলী। একথা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছালে তিনি তা নাকচ করেননি।

وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: " خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالث "،

৭২। এছাড়াও 'আলী রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে যে: নাবীর পরে এই উম্মাতের শ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছেন আবূ বকর, তারপর 'উমার যদি আমি চাইতাম তবে তৃতীয়জনের নামও বলতে পারতাম[৯১]।

وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر.

[৯১] ছ্বহীহ আছার: মুসনাদে আহমাদ (১/১০৬, ১১০)

৭৩। এছাড়াও আবুদ্দারদা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন: "সূর্য উদিত হয়নি এবং অস্তও যায়নি কারো উপরে নাবী ও রসূলগণের পরে যে আবূ বকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"[৯২]।

وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة

৭৪। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে তিনিই আল্লাহর সৃষ্টির মধ্য হতে খিলাফাতের জন্য সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি তার মর্যাদা ও (ইসলামে) অগ্রগামী হওয়ার কারণে, এটার আরো কারণ হচ্ছে সকল ছাহাবীগণ রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহুম থেকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাকে ছ্বলাতের (ইমামতির) জন্য অগ্রগামী করা, তাকে অগ্রগামী করা ও তার কাছে বাই'আত হওয়ার ক্ষেত্রে সকল ছাহাবীর ইজমা' (সম্মিলিত ঐকমত্য) যেখানে আল্লাহ তাদেরকে ভ্রান্তির উপরে কখনো একত্রিত করেননি।

ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه،

৭৫। এরপর উত্তম হচ্ছেন 'উমার রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু, তার মর্যাদা ও আবূ বকর রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহুর মনোনয়নের কারণে।

ثم عثمان رضي الله عنه، لتقديم أهل الشورى له،

৭৬। এরপর উত্তম হচ্ছেন 'উছমান রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু, যেহেতু তাকে আহলুশ-শূরা অগ্রগামী করেছিলেন।

---

[৯২] যঈফ: ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ফাদ্বায়িলিছ ছাহাবা ১৩৫, ইবনে আবী আছিম ফীসসুন্নাহ ১২২৪

ثم علي رضي الله عنه، لفضله وإجماع أهل عصره عليه.

৭৭। এরপর উত্তম হচ্ছেন ‘আলী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু, তার মর্যাদা ও সমকালীন সকলের ঐকমত্য থাকার কারণে।

هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»،

৭৮। এ সকল ছাহাবাগণই হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীন যাদের ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের জন্য আমার সুন্নাহ ও আমার পরে হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহ মেনে চলা আবশ্যক, তোমরা এটিকে মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাক”[৯৩]।

وقال صلى الله عليه وسلم: «الخلافة من بعدي ثلاثون سنة» فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه.

৭৯। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন: “আমার পরে ত্রিশ বছর খিলাফাত থাকবে”[৯৪] আর এর শেষ ছিল ‘আলী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুর খিলাফাত।

ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة،

---

[৯৩] ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৪২, আবূ দাউদ হা/৪৬০৭

[৯৪] ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪৬৪৬, সুনানুত তিরমিযী হা/২২২৬, মুসনাদু আহমাদ, হা/২১৯২৮। হাদীছটির সানাদে কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও হাদীছটি হাসান পর্যায়ের সিলসিলাতুছ ছ্বহীহাহ, হা/৪৫৯, ১৫৩৪ ও ১৫৩৫ দ্রষ্টব্য।

والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة

৮০। আমরা দশজনের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য দেই যেমনটি আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং বলেছেন: “আবূ বকর জান্নাতী, ‘উমার জান্নাতী, ‘উছমান জান্নাতী, ‘আলী জান্নাতী, ত্বলহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, সা‘আদ জান্নাতী, সা‘ঈদ জান্নাতী, ‘আব্দুর রহমান ইবনু ‘আউফ জান্নাতী, আবূ ‘উবাইদাহ জান্নাতী”[৯৫]।

وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة.

৮১। প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যার ব্যাপারে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন আমরাও তার ব্যাপারে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দেই, যেমন তিনি বলেছেন: “জান্নাতী যুবকদের সর্দার হবে হাসান ও হুসাইন”[৯৬] এবং ছাবিত ইবনু ক্বায়সের ব্যাপারে তার কথা: “নিশ্চয় সে জান্নাতী”[৯৭]।

ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء.

৮২। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদ্ধান্ত না দিলে আমরা জান্নাত বা জাহান্নামের সিদ্ধান্ত দেই না। তবে আমরা সৎকর্মশীলের জন্য ভালোর আশা করি আর পাপীর জন্য (আজাবের) ভয় করি।

ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل.

---

[৯৫] ছ্বহীহ: সুনানুত তিরমিজী, হা/৩৭৪৭, ৩৭৪৮ সুনানু ইবনি মাজাহ, হা/১৩৩।

[৯৬] ছ্বহীহ: সুনানুত তিরমিজী, হা/৩৭৬৭, সুনানু ইবনি মাজাহ, হা/১১৮।

[৯৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬১৩, ৪৮৪৬।

৮৩। কোন পাপের কারণে আহলে ক্বিবলার কাউকে আমরা কাফির ঘোষণা করি না। কোন আমলের কারণে তাকে ইসলাম থেকে বেরও করে দেই না।

ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام، برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة.

৮৪। নেককার বা পাপী উভয় শ্রেণীর ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) পিছনে হাজ্জ ও জিহাদ অব্যাহত থাকবে এবং তাদের পিছনে জুমু‘আর ছ্বলাত বৈধ হবে।

قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار» ، رواه أبو داود.

৮৫। আনাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তিনটি বিষয় হচ্ছে ঈমানের মূল:

(১) যে ব্যক্তি বলেছে ‘আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই’ তার বিষয়ে বিরত থাকা তথা কোন পাপের কারণে আমরা তাকে কাফির ঘোষণা করব না, কোন আমলের কারণে ইসলাম থেকে বেরও করে দেব না। (২) আমাকে নবী হিসেবে প্রেরণের পর থেকে আমার উম্মাতের শেষ ব্যক্তি দাজ্জালকে হত্যা করা পর্যন্ত জিহাদের হুকুম বলবৎ থাকবে। এটাকে কোন জালিমের জুলুম বা কোন ন্যায়বান ব্যক্তির ন্যায় পরিবর্তন করতে পারবে না। (৩) তাক্বদীরের প্রতি ঈমান”[৯৮]। আবূ দাঊদ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

[৯৮] যঈফ: সুনানু আবী দাউদ হা/২৫৩২

ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم، والترحم عليهم، والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم. واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم،

৮৬। সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের মধ্যে আরো রয়েছেঃ রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল ছাহাবীদেরকে ভালোবাসা, মুহাব্বাত করা এবং তাদের শুধুমাত্র ভালো বিষয় সমূহের আলোচনা করা, তাদের উপর রহমতের দু'আ করা, তাদের জন্য ইস্তেগফার করা, তাদের দোষত্রুটি ও তাদের মধ্যকার বিবাদমান বিষয়গুলো আলোচনা করা হতে বিরত থাকা। এছাড়াও তাদের মর্যাদার ব্যাপারে বিশ্বাস করা এবং তাদের দীনে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করা।

قال الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ [الحشر: ١٠]

আল্লাহ বলেনঃ "আর যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে আমাদের ভাইদের যারা ঈমান সহকারে চলে গেছে তাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের অন্তরে যারা ঈমান এনেছে তাদের ব্যাপারে কোনরূপ বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েন না"[৯৯]।

وقال تعالى: ﴿مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ﴾ [الفتح: ٢٩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ "মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, আর যারা তার সাথে রয়েছে তারা কাফিরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে তারা অত্যন্ত কোমল"[১০০]।

[৯৯] সূরা আল-হাশর, আয়াতঃ ১০

[১০০] সূরা আল-ফাতহ, আয়াতঃ ২৯।

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.

৮৭। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “আমার ছাহাবীদেরকে গালি দিও না, কেননা তোমাদের কেউ যদি উহুদ পরিমাণ সোনাও দান করে থাকে, তবুও তাদের এক মুদ্দ অথবা তার অর্ধেক পরিমাণেও পৌঁছাতে পারবে না।”[১০১]

ومن السنة: الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد، وعائشة الصديقة بنت الصديق، التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم.

৮৮। সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের মধ্যে আরো রয়েছে: রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল স্ত্রী, সকল খারাপ কাজ থেকে নিষ্কলুষ ও পবিত্র। উম্মাহাতুল মু’মিনীনদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা বা সন্তুষ্টির দু‘আ করা। তাদের মধ্যে সর্বত্তোম হচ্ছেন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ও ‘আয়িশা ছিদ্দিকা বিনতে আবূ বকর ছিদ্দিক, যাকে আল্লাহ নিজ কিতাবে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন, তিনি দুনিয়াতে এবং আখিরাতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী। যে ব্যক্তি ঐ বিষয়ে তার ব্যাপারে অভিযোগ আরোপ করবে যে ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তাকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন, সে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাথেই কুফুরী করবে।

[১০১] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৬৭৩, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৬৩৮১, ৬৩৮২, সুনানু আবী দাঊদ, হা/৪৬৫৮, সুনানুত তিরমিজী, হা/৩৭৬১, সুনানু ইবনি মাজাহ, হা/১৬১।

ومعاوية خال المؤمنين، وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم.

৮৯। আর মু‘আওয়িয়াহ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হচ্ছেন মু’মিনদের মামা, আল্লাহর অহী লিপিবদ্ধকারী এবং মুসলিমদের খলীফাদের মধ্য হতে একজন। আল্লাহ তাদের সকলের উপরে সন্তুষ্ট হোক।

ومن السنة: السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين – برهم وفاجرهم – ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله،

৯০। সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের মধ্যে আরো রয়েছে: মুসলিমদের ইমামদের এবং আমীরুল মু’মিনীনদের কথা শোনা এবং তাদের অনুসরণ করা, তারা সৎকর্মশীল অথবা পাপচারী যাই হোক না কেন। যতক্ষণ না তারা আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ দেন; কেননা আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে কোন আনুগত্য নেই।

ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة، وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين.

৯১। যে ব্যক্তি খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হবে, মানুষেরা তার কাছে একত্রিত হবে ও তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকবে অথবা যে ব্যক্তি তলোয়ারের শক্তিতে তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে খলীফা হবে এবং ‘আমীরুল মু’মিনীন হিসেবে নাম গ্রহণ করবে, উক্ত ব্যক্তির আনুগত্য আবশ্যক হবে এবং তার বিরোধিতা করা, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ও মুসলিম ঐক্যের লাঠি (শাসন ব্যবস্থা) ভেঙ্গে ফেলা হারাম বিবেচিত হবে।

ومن السنة: هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة.

৯২। সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের মধ্যে আরো রয়েছে: আহলুল বিদ‘আহ বা বিদ‘আতীদেরকে পরিত্যাগ করা এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। দীনের বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ পরিত্যাগ করা, বিদ‘আতীদের কিতাব বর্জন করা ও তাদের কথার দিকে কর্ণপাত না করা। দীনের মধ্যে প্রতিটি নতুন আবিষ্কারই বিদ‘আত।

وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال، وطوائف البدع، أعاذنا الله منها.

৯৩। ইসলাম ও সুন্নাহ ব্যতিত অন্য কোন (মতাদর্শগত) নাম ধারণকারী হচ্ছে বিদ‘আতী। যেমন: শিয়া-রাফিযী, জাহামিয়্যাহ, খারিজী, ক্বাদারিয়াহ, মুরজিয়াহ, মু‘তাযিলা, কার্‌রামিয়্যাহ, কুল্লাবিয়্যাহ এরকম অন্যান্য দল ও উপদল। এরা সকলেই বিভ্রান্ত ফিরকা এবং বিদ‘আতী দল। আল্লাহ আমাদেরকে এদের থেকে রক্ষা করুন।

وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين، كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة.

৯৪। তবে দীনের প্রশাখাগত বিষয়ে কোন ইমামের প্রতি সম্পর্কিত হওয়া দল সমূহ যেমন (প্রসিদ্ধ) চারটি দল (মাযহাব) নিন্দনীয় নয়। কেননা দীনের প্রশাখাগত মাসআলাতে মতভেদ রহমত স্বরূপ। আর মতানৈক্যকারীগণ তাদের মতবিরোধের ব্যাপারে প্রশংসিত এবং তারা ছওয়াব প্রাপ্ত হবেন, তাদের

ইজতিহাদ ও ইখতিলাফের ব্যাপারে যা প্রশস্ত রহমত, আর তাদের ঐকমত্য অকাট্য দলীল হিসেবে পরিগণিত হবে।[১০২]

---

[১০২] **ফিক্বহী মাসআলায় মতানৈক্য অথবা বিরোধপূর্ণ বিষয়ে আমাদের করণীয়। কারণ ফিক্বহী বিষয়ে মতানৈক্য বর্তমানেও চালু আছে, এটা কি নিকৃষ্ট হিসাবে গণ্য?**

জবাব হলো, মতভেদ দু'প্রকার:

প্রথমত: দীনি বিষয়ে মতভেদ। যেমন ইবাদত ও আক্বীদায় মতানৈক্য। এধরণের মতানৈক্য নিকৃষ্ট ও হারাম। কেননা দীনে (ইবাদত ও আক্বীদায়) ইজতিহাদ করার কোন অবকাশ নেই, রায় বা সিদ্ধান্ত দেয়ারও কোন সুযোগ নেই। বরং দীন ও আক্বীদা পরিপূর্ণ। এ বিষয়ে ইজতিহাদ (গবেষণা) করার কোন বিধান নেই।

আল্লাহ তা'আলা দীন ও আক্বীদা হিসাবে যা কিছু আমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন, রায় ও ইজতিহাদ ছাড়াই তা আঁকড়ে ধরা আমাদের উপর ওয়াজীব-আবশ্যক। আর ইবাদতও পরিপূর্ণ। যে বিষয়ে দলীল রয়েছে তা আমাদেরকে জানতে হবে। আর যে বিষয়ে দলীল পাওয়া যায় না তা বিদ'আত বলে গণ্য, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যেমন হাদীছে বর্ণিত আছে,

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»

যে আমাদের দীনে এমন নতুন কিছু আবিষ্কার করলো যা দীন নয় তা প্রত্যাখ্যাত। **ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৮।**

অন্য হাদীছে এসেছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা নতুন কিছু আবিষ্কার করা হতে বিরত থাক। কেননা প্রত্যেক নতুনত্ব বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামের কারণ। **ছ্বহীহ: সুনানে নাসাঈ হা/১৫৭৮**

সাধারণভাবে আক্বীদা, ইবাদত ও দীনি বিষয়ে কখনো মতানৈক্যের কোন সুযোগ নেই। একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান ও সালাফদের পদ্ধতিই অনুসরণীয়।

দ্বিতীয়: রায় (সিদ্ধান্ত) এর ক্ষেত্রে মতানৈক্য করার সুযোগ আছে অথবা ফিক্বহী মাসআলায় ইজতিহাদী ব্যাখ্যার বিষয়ে ও দলীলের ভিত্তিতে বিধান উদ্‌ঘাটন করার ক্ষেত্রে মতানৈক্য করার সুযোগ আছে। কেননা মানুষকে বুঝানোর ক্ষেত্রে বিধান উদ্‌ঘাটনে ভিন্নতা আসতে পারে।

আর ইজমার মাসআলাসমূহ সীমাবদ্ধ, তাতে মতানৈক্য বৈধ নয়। যে সব ইজতিহাদী মাসআলায় ইজমা হয়নি, সে বিষয়ে ইজতিহাদ করার সুযোগ আছে।

نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله آمين.

وهذا آخر المعتقد والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

৯৫। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে সমস্ত বিদ‘আত ও ফিতনাহ হতে রক্ষা করেন। আমাদেরকে ইসলাম ও সুন্নাহর উপর জীবিত রাখেন এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা বাস্তব জীবনে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করেন[১০৩]। আর মৃত্যুর পরেও যেন তাঁর রহমত ও অনুগ্রহে তাদের সাথেই একত্রিত করেন। আমীন!

প্রত্যেক বিদ্বানকে আল্লাহ তা‘আলা উপযোগী জ্ঞান ও বুঝ দান করেন, যাতে তারা দলীল উদ্‌ঘাটন করতে পারে। এক্ষেত্রে ইজতিহাদ শরী‘আত সম্মত।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে যে ইজতিহাদ হতো তা ছিল কল্যাণকর। এসব ইজতিহাদী বিষয়ে মতানৈক্য হয়। তবে দীন ও আক্বীদাগত বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। আর ফিক্বহী মাসআলায় মতানৈক্য ঘটেই থাকে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে ছাহাবীরা ইজতিহাদ করতেন আর তাতে মতানৈক্য হতো। (শারহু মাসাঈলিল জাহিলিয়্যাহ-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান)

[১০৩] তাক্বলীদ ও ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য জানা জরুরী। শারঈ পরিভাষায় তাক্বলীদ হলো এমন মতামতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা, যার পেছনে মতামতদাতার কোন দলীল নেই। শরী‘আতে এরূপ বিষয় একেবারেই নিষিদ্ধ। আর যার পেছনে দলীল আছে তাকে ইত্তেবা বলা হয়।

দীনের সকল বিষয় তথা ‘আক্বীদা-বিশ্বাস, কথা, কাজ, গ্রহণ-বর্জনসহ জীবনের সকলক্ষেত্রে রসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ করাকে ইত্তেবা বলে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কাজটি যেভাবে করেছেন সেটি ঠিক সেভাবে করাই হচ্ছে ইত্তেবা। ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ

এটাই আক্বীদার শেষ বিষয়। আর সকল হামদ একমাত্র আল্লাহর জন্যই। আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীদের উপর রহমত ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

২. আহলুল হাদীছদের আক্বীদা

-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইবরাহীম আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

৩. উসূলুস সুন্নাহ

-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৪. শারহুস সুন্নাহ

-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৫. লুম‘আতুল ই‘তিক্বদ

-ইবনে ক্বুদামা আল-মাকদাসী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]

৬. কিতাবুল ঈমান

- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৭. কিতাবুত তাওহীদ

- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৮. আক্বীদাতুত তাওহীদ

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৯. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১০. আল ওয়াছ্বীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

১১. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৭৫ টাকা]

১২. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০০ টাকা]

১৩. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১৪. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া

- ইমাম আবূ জা‘ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১৫. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৬. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১৭. নাবী-রসূলগণের দাওয়াতী মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৮. কাবীরা গুনাহ

-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

১৯. খিলাফাত ও বায়‘আত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

২০. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২১. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ ‘ইছ্বাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২২. ‘আল ওয়ালা’ ওয়াল ‘বারা’ [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৩. হাদীছের মূলনীতি

- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৪. ফিক্বহের মূলনীতি

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৫. এক নজরে ছ্বলাত

-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

২৬. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৭. মদীনা মুনাওয়ারা

- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৮. আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২৯. মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদার নিরসন

- সংকলনে আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩০. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩১. ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ

- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত বইসমূহ

১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহর সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২. ইসলামী আক্বীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা

- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৪. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৫. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৬. কিতাবুত তাওহীদ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৭. একশত কাবীরা গুনাহ

-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

৮. ইসলামে মানবাধিকার

- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৯. যাকাতুল ফিতর

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

১০. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবিয়্যাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১১. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়'আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

১২. আস-সিয়াসাহ আশ-শার'ইয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)

-সাজ্জাদ সালাদীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]